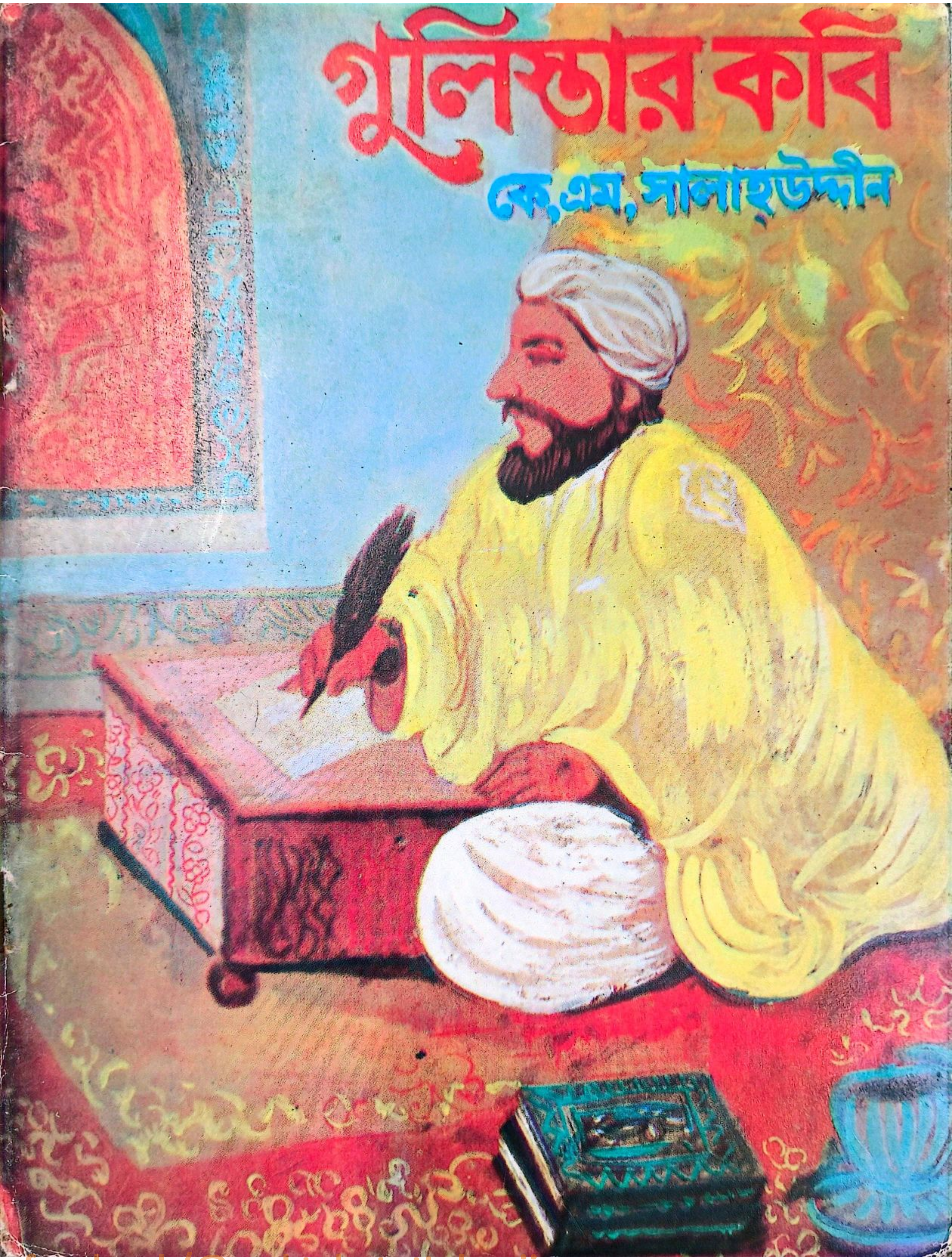
গুলিস্তার কবি

কে.এম. সালাহ্উদ্দীন



গুলিস্তাঁর কবি

কে. এম. সালাহউদ্দিন

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

গুলিস্তার কবি
কে.এম. সালাহউদ্দিন

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ৩৮৩/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২৮·৯১৫
ISBN : 984—06—0315—9

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ১৯৮০

দ্বিতীয় প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৯৫
বৈশাখ ১৪০২
মহরম ১৪১৬

প্রকাশক

এম. আতাউর রহমান
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

প্রচ্ছদ

মাহবুব আখন্দ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহম্মদ মুনসুর উদ–দৌলাহ পাহলোয়ান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

মূল্য ঃ ২১·০০ টাকা মাত্র

GULISTAR KOBI (Life-sketch of Shaikh Shadee, a famous poet): written for children in Bengali by K. M. Salahuddin and published by Director of Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000.

June 1995

Price : Tk 21· 00 ; US Dollar : 1·00

মহাপরিচালকের কথা

আদর্শ কবি মহাকবিদের সম্মান–সমাদর যুগ–যুগান্তব্যাপী অমলিন। কাব্য–কবিতায় উচ্চারিত মহৎ বাণী অমৃত সমান।

কবি হযরত সেখ সাদী (র) পৃথিবীখ্যাত একজন মহান কবি। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'গুলিস্তাঁ' ও 'বুস্তাঁর' বয়েতসমূহ এক সময় আমাদের দেশেও মানুষের মুখে মুখে ফিরতো। তাঁর কবিতা যেন এক রত্নের ভাণ্ডার! তিনি একাধারে কবি ও সূফী।

আমাদের শিশু–কিশোররা বস্তুতঃ এই মহান সাধক–কবি সম্পর্কে তেমন কিছু পরিজ্ঞাত নয়। বিশিষ্ট কবি ও শিশু–সাহিত্যিক কে.এম. সালাহউদ্দিন ছোটদের জন্যে তাঁর জীবনী অবলম্বনে রচনা করেছেন এই গ্রন্থখানি। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

গ্রন্থখানি অধ্যয়ন ক'রে যে শুধু শিশুমহল আনন্দিতই হবে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে উপকৃত হবে ব'লে মনে করি।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম করুণায়, আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমিন।

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

আমাদের শিশু–কিশোরদের আমাদের সামগ্রিক ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তাদের উপযোগী বইপত্র প্রকাশের একটি প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব উন্নত ও মহান মানুষ বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের জীবন কাহিনী ও অবদান সম্পর্কে শিশু–কিশোরদের উপযোগী বইপত্র প্রকাশ এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত।

ইরানের কবি সিরাজের কবি শেষ সাদী আমাদেরও কবি। একদিন এদেশের মানুষের মুখে মুখে ফিরতো গুলিস্তাঁর ও বুস্তাঁর বয়েত। তাঁর কবিতা কেবল ভাবের উচ্ছ্বাস নয়— রত্নের ভাণ্ডার। বিচিত্র ও আকর্ষণীয় এই মানুষটির জীবন কথা শিশু–কিশোরদের উপযোগী করে লিখেছেন কে.এম. সালাহ্উদ্দিন। শেখ সাদীর উপর লেখা এই বইটি পড়ে তোমরা কেবল আনন্দিতই হবে না বরং উপকৃতও হবে।

অতীতের পারস্য ও শিরাজ নগরী

ইরান নামটি বড়োই মিষ্টি। অনেক-অনেক দিন আগে সমগ্র ইরান সাম্রাজ্যকে পারেস বলা হইত। ইরানের দক্ষিণ পশ্চিম ভূ-ভাগে পারস্য উপসাগর। এই উপসাগরের নিকট পারেস শহর অবস্থিত।

বর্তমানে এই নির্দিষ্ট স্থানটিকেই পারেস বলা হইয়া থাকে।

ইরানের রাজধানী ছিল শিরাজ নগরী। ইহা প্রায় কয়েক শত বছর ধরিয়াই নানা দিক দিয়া গৌরবের কেন্দ্রভূমি ছিল। এখানে বহু নামকরা আলিম-ফাযিল-কবি সাহিত্যিক সুধী ও গুণীজন জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁদের লেখা বই কিতাব এখনো মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। পৃথিবী-বিখ্যাত এই শিরাজ নগরীর পত্তন ঘটে মুসলমানদের রাজত্বকালেই।

ভারতের প্রথম মুসলিম বিজেতা আরব সেনাপতি মহাবীর মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রকৃতপক্ষে এই মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা।

প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগে উর্বর শ্যামলিম ভূখণ্ডের উপরে এ নগরী স্থাপিত হয়।

স্নেহাস্পদ

শেখ তোফাজ্জল হোসেনকে

লেখক

ইহার চারিদিকের পরিবেশ খুবই সুন্দর। কোথাও পাহাড়–পর্বত আবার কোথাও সমতল ভূমি।

আবহাওয়া কোথাও গরম আবার কোথাও স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা। সমতল মাটির অনেক জায়গাই উর্বর। অপরূপ শ্যামলিম সৌন্দর্যে ভরপুর।

শিরাজ নগরীর সারিবদ্ধ দালান–কোঠা খুব উঁচু ও প্রশস্ত ছিল। বাজার ও দোকানপাটগুলি পরিচ্ছন্ন ও পথঘাট মনোরম। সুরুচি সম্পন্ন নাগরিকদের বসবাস ছিল। প্রায় সকল বাড়িতে সংলগ্ন সুন্দর বাগান ও ঝরনা দেখা যাইত।

সুলতান আদাদ্ উদ্দৌলা সিলিমি ও তাঁর ছেলে শেখ সামুদ দৌলার সময়ে শিরাজ শহর বিশেষভাবে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে।

শিরাজের আবহাওয়া স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধনার পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। তার ফলে বহু প্রতিভাধর কবি শিল্পী সাহিত্যিক এ মাটিতে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে বিশেষ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

এমনি সুন্দর পরিবেশে নিখিলের প্রিয় মহাকবি মুসলেহউদ্দিন শেখ সা'দীর জন্ম।



জন্ম ও বাল্যকাল

শেখ সা'দীর (রহঃ) প্রকৃত নাম ছিল শরফুদ্দীন। 'মুস্লেহ' লকব এবং 'সা'দী' খেতাব। এই মহাকবির জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় কেহই তাঁহার জন্ম তারিখের কথা উল্লেখ করেন নাই।

সকলেই মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন। আশ্চর্য এই যে, তাঁহার আয়ুষ্কাল সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কারো লেখায় পাওয়া যায় যে, একশত দুই বৎসর জীবিত ছিলেন।

কারো লেখায় একশত দশ বছর। আবার একশত বিশ বৎসর কাল বাঁচিয়াছিলেন বলিয়াও কেহ উল্লেখ করিয়াছেন।

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার গোর ওয়েলেস্লী লিখিয়াছেন যে, হিজরী পাঁচশত উননব্বই মোতাবেক তেরশত তেত্রিশ খৃষ্টাব্দে শেখ সা'দী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

এতেও কিছু মতভেদ আছে। তবে মুজাফ্ফর উদ্দীন আতাবুক জাঙ্গীর রাজত্বকালে যে সা'দীর জন্ম হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শেখ সা'দীর শিক্ষা-দীক্ষা

শেখ সা'দীর (রহঃ) পিতা অত্যন্ত ধার্মিক ও অলিআল্লা শ্রেণীর লোক ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে তাই তিনি তাঁহার পুত্রকে পার্থিব লেখাপড়ার চাইতে ইবাদত, সংযম ও ধর্মপরায়ণতা এবং নৈতিক শিক্ষার দিকে বেশি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

এছাড়াও শিরাজ নগরের ও তার আশেপাশের বহু পণ্ডিত ও কামিল আলিমের সাথে মিশিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন।

পারস্যের বহু মহৎ ব্যক্তির জীবনী গুরুজনদের মুখে শুনিয়া তাঁহার মনে উচ্চাশা জন্মে এবং তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য আকুল হইয়া উঠেন।

প্রথমে তিনি গছদ্ দৌলা স্থাপিত গছ্দিয়া মাদ্রসায় ভর্তি হন। পরে আরো কয়েকটি মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন।

তবে সে সময়ে শান্তিতে লেখাপড়া করা কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহার কারণ ছিল এই যে, যদিও আতাবুক সা'দ জাঙ্গী খুব দয়ালু সুলতান ছিলেন; তবুও উচ্চ আকাংক্ষার তাগিদে তিনি সব সময়ে দেশ বিজয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন।

তারপর এই শাসনকর্তার অবর্তমানে যখন তাঁহার ভ্রাতা আতাবুক সা'দ জঙ্গী সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সা'দী তাঁহার কিশোর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। রীতিমত কাব্য সাধনা শুরু করিয়া দিয়াছেন।

এই সা'দ জাঙ্গীর আমলে যেহেতু সা'দী তাঁহার কবিতাচর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা তৎকালীন রাজদরবারে কর্মরত ছিলেন, কাজেই সা'দ জাঙ্গীর নামানুসারেই তিনি আপন পুত্রের নাম শেখ সা'দী রাখিয়াছিলেন।

শেখ সা'দীর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ শিরাজী। তিনি খুব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তাই অল্প বয়স হইতেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে নামায, রোযা, হজ্জ-যাকাত ও দরকারী বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে শিক্ষাদান করেন।

ফলে সা'দী ঐ বয়স হইতেই রাত্রি জাগিয়া ইবাদত-বন্দেগী ও কুরআন পাঠে মশগুল হইয়া থাকিতেন।

পিতার একনিষ্ঠ ভক্ত সন্তান হিসাবে সর্বদা পিতার পাশে পাশে থাকিতে সা'দী ভালোবাসিতেন। এইজন্য ঐ কিশোর বয়সে কোনো প্রকার মন্দ লোকের সংশ্রবে তিনি আসার সুযোগ পান নাই।

পিতার কঠিন-কোমল স্নেহ ও তত্ত্বাবধানে সা'দী বেশি দিন কাটাইতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর মমতাময়ী জননী সা'দীর সকল প্রকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সা'দীর যৌবন কাল পর্যন্ত তিনি বাঁচিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়াও তাঁহার মামা ছিলেন বহু অভিজ্ঞ এবং তাঁহার পথ প্রদর্শক। তাঁহার নাম ছিল আল্লামা কুতুব উদ্দীন শিরাজী।

তিনি হালাকু খাঁর বিশেষ দরবারী বন্ধুও ছিলেন।

বিশেষভাবে ইরাকের সীমানায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া নানাদেশ আক্রমণে লিপ্ত থাকিতেন। ইহার ফলে বিজিত দেশগুলিতে আইন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত না করার ফলে সব সময়ে অরাজকতা লাগিয়া থাকিত।

এমনি অবস্থার মধ্যে সপ্তম শতকের প্রারম্ভে প্রথম আতাবুক উজবেক এবং পরে সুলতান গিয়াসউদ্দীন শিরাজ নগরীকে সম্পূর্ণভাবে দেউলিয়া করিয়া ছাড়িলেন।

দেশ যখন অশান্তির আগুনে, লুটতরাজ ও অত্যাচারে জর্জরিত তখন শেখ সা'দী শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

সে জামানায় মুসলিম দুনিয়ার নানা জায়গায় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসা স্থাপিত ছিল।

বহু দূর–দূরান্ত হইতে ছাত্রগণ আসিয়া সেখানে বিদ্যা অর্জন করিত।

সে সব শিক্ষাকেন্দ্র ছিল হিরাত, নিশাপুর, ইস্‌পাহান, বসরা, বাগদাদ, শ্যাম, ইরাক এবং মিসর।

সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা ছিল বাগদাদ নগরীর মাদ্রাসায়ে নিজামিয়া।

সুলতান আল্‌প আর সালানের প্রসিদ্ধ উযীর নিযামুল মুল্‌ক তুসির প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল এইগুলির মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত।

চারশত উনষাট হিজরী এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল।

হাজার হাজার বিখ্যাত আলিম এই মাদ্রাসা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থরাজি এখনো মুসলিম সমাজে বরণীয় হইয়া আছে।

ইমাম আবূ হামিদ গাযালী (রহঃ) শায়খে ইরাকী আবদুল কাদির সোহরাওয়ার্দী, আবূ হামিদ ইমামউদ্দীন মুছিলী প্রমুখ জ্ঞান-তাপস শিরোমণির নাম বলা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া সা'দীর এই মাদ্রাসায় আসার আরো একটি কারণ ছিল এই যে, মাদ্রাসার প্রারম্ভকাল হইতে ইহার মুতওয়াল্লী ছিলেন শিরাজের বিখ্যাত আলিম শেখ আবূ ইসহাক শিরাজী। এই গুণীজনদের আকর্ষণে এতদূর পথ পার হইয়া শেখ সা'দী বাগদাদে আসিয়া লেখাপড়ায় মগ্ন হইলেন এবং অসামান্য প্রতিভার জন্য কিছুদিনের মধ্যেই একটি বৃত্তি পাইলেন।

নিজামিয়া মাদ্রাসার যেসব ওস্তাদের নিকট সা'দী শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের সবার আগে নাম করিতে হয় আল্লামা আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে জাওযী। ইনি তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ইমাম ছিলেন।

আরবী ভাষায় তাঁহার বিখ্যাত রচনাবলী রহিয়াছে।

বাগদাদে পড়াশুনা করার সময় তিনি আল্লামা শাহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন।

এই সময়ে তিনি পূর্ণ যুবক। বাল্যকাল হইতে যে ফকিরী ও দরবেশীর প্রতি তাঁহার একটা টান ছিল, উচ্চশিক্ষা লাভের সাথে সাথে তাহা যেন অনেকটা কমিয়া আসে। তিনি সবার উপরে পরিচ্ছন্ন মুক্ত জ্ঞানের চর্চায় ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে সা'দী একবার বলিয়াছিলেন, দরবেশ শুধু নিজেকে বাঁচাইবার জন্য সচেষ্ট থাকে, কিন্তু আলিমদের প্রচেষ্টা থাকে নিজের সাথে অন্যান্য ডুবন্ত লোককে কিভাবে বাঁচানো যায়।

শেখ সা'দীর জন্য এতো বড়ো বিচিত্র উত্থানপতন সত্য সত্যই ছিল এক বিরাট শিক্ষার বিষয়।

এই শিক্ষায় ভবিষ্যতের জন্য তিনি যে কর্মসূচী গ্রহণ করিলেন, তাহা হইল জাতির সেবা করা, বাদশাহীর সংস্কার, প্রজাবৃন্দের কল্যাণ সাধন ও জনসাধারণের কল্যাণ।

এই কাজগুলি শেখ সা'দী আজীবন রচনায় ও কাজে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শেখ সা'দী খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ সম্পর্কে যে সময়ে লিখিয়াছেন, সে সময় তাঁহার জন্য শোক ও মাতম করিবার মতো কোনো লোকই দুনিয়ায় ছিল না।

তিনি লিখিয়াছিলেন—আকাশের উচিত আমিরুল মুমেনিন মুসতাসিমের বরবাদির দুঃখে যমীনের গায়ে কিছু রক্তাশ্রু বিসর্জন করা।

হে হযরত! যদি আপনি কিয়ামতের দিনে কবর হইতে বাহির হন, তবে এখনই বাহির হইয়া দুনিয়ার কিয়ামত দেখিয়া নিন।

মহাকবি শেখ সা'দীর এ শোকগাথায় শুধু হযরতের চাচা আব্বাসের বংশীয় খলীফা মুস্তাসিমের বেদনার কথাই বর্ণিত হয় নাই, বস্তুতঃ সমগ্র মুসলিম জাহানের ধ্বংসের শোকগাঁথা কীর্তিত হইয়াছে।

বাগদাদ সা'দীর খুব প্রিয় স্থান ছিল। তাহার পরই ইরাক।

আব্বাসীয় খলীফাদের তখন শেষ সময়। তথাপি দেশের জাঁকজমক ও ঠাট-বাট হারুন-উর রশীদ এবং মামুন-উর-রশীদের স্মৃতিকথা মানুষের মনে জাগাইয়া তুলিত।

আব্বাসীয়দের শেষ খলীফা মুস্‌তাসিম বিল্লাহ্‌র সময়ে যেন আগের সেই গৌরব কিছুটা ফিরিয়া আসিয়াছিল।

সেই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে গুণী ও জ্ঞানীগণ আবার মদিনাতুল্‌ ইসলাম বাগদাদে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল।

খলীফার মান-মর্যাদা তখন আকাশচুম্বী। রাজধানীর দ্বারপ্রান্তে এক খণ্ড পাথর সংরক্ষিত ছিল। দরবারের ভিতরে প্রবেশের আগে পারিষদ-পাত্র-মিত্রগণ সবাই হজরে আসওয়াদের মতো তাহা চুম্বন করিতেন। এমন রাজকীয় গৌরব অহংকার শেখ সা'দী আপন চক্ষে দেখিয়াছেন।

বাগদাদের যে খিলাফত ছয় শত বৎসর কাল ধরিয়া আপন মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে অবাক করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার শেষ শিখাটিও চিরদিনের জন্য নিভিয়া যাইতে দেখিয়াছেন মহাকবি শেখ সা'দী।

শুধু কি তাই দেখিয়াছেন? না, আরো দেখিয়াছেন, আব্বাসীয় খলীফাদের গৌরব ও কীর্তি। দেখিয়াছেন, লাখো লাখো বাগদাদবাসীকে তাতারী সৈন্যগণ কি নৃশংসভাবে অত্যাচার করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে সেই দৃশ্য।

তিনি শুনিয়াছেন, হালাকু খাঁর জালিম সৈন্যদের খঞ্জরের সামনে রক্তাক্ত বাগদাদবাসীর মর্মন্তুদ আর্তনাদ ও ভয়াবহ চিৎকার।

শেখ সা'দী ভাবিয়াছেন, কি-কি কারণে খলীফা মুস্‌তাসিম বিল্লাহ্‌র অধঃপতন হইল আর আব্বাসীয় খিলাফতের নাম নিশানা পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া গেল।

দেশ-দেশান্তরে শেখ সা'দী

মাদ্রাসায়ে নিজামিয়া হইতে শিক্ষার্জন শেষ করিয়া শেখ সা'দী (রহঃ) এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন।

শেখ সা'দী (রহঃ) নিজের জীবনকে সমান চারটি অংশে ভাগ করিয়া উহার প্রথম অংশ শিক্ষা-দীক্ষা, দ্বিতীয় অংশ দেশ ভ্রমণ, তৃতীয় অংশ সাহিত্য চর্চা এবং চতুর্থ অংশ নির্জনে আধ্যাত্মিক চিন্তায় অতিবাহিত করিয়াছেন।

শেখ সা'দীর শিক্ষা দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়া আরো পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। যদিও তিনি কবি হিসাবে অসাধারণ যশের অধিকারী হইয়াছিলেন, তথাপি ধর্ম বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ছিল।

দেশ ভ্রমণের সময়ে একটি ঘটনার কথা বলিতেছি।

শেখ সা'দী ছদ্মবেশে শ্যাম দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক জায়গায় দেখিতে পাইলেন যে, আলিমগণ এক বিরাট জলসায় মিলিত হইয়াছেন।

সা'দীর পরনে ছিল তখন খুব সাধারণ কাপড়-চোপড়। তাও আবার ছেঁড়া-ফাটা। আছকান-পায়জামা পরিহিত পাগড়ী-ওয়ালা মৌলবী-মৌলানা সাহেবদের মধ্যে বসার জায়গা পাওয়া গেল না। দারওয়ান আসিয়া তাঁহাকে হটাইয়া দিল।

তখন সা'দী সভার এক কোণায় কোনো রকমে বসিয়া পড়িলেন। অল্প সময়ের ভিতর আলিমদের মধ্যে মসলা লইয়া তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। কেহই আর সমাধান দিতে পারিলেন না। তখন সা'দী কিছু বলিতে দাঁড়াইলেন। ছেঁড়া কাপড়-পরা লোকটির প্রতি সবাই একটা অবহেলার দৃষ্টিতে চাহিলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস পাল্‌টাইয়া গেল। শেখ সা'দীর অমূল্য জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও জোরালো যুক্তি শুনিয়া সবাই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

মানুষ প্রথমে শুধু বাইরের চাকচিক্য দেখিয়া মূল্য দিতে চায়। শেখ সা'দী এ সম্পর্কে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বুসতাঁ'য় উল্লেখ করিয়াছেন।

শেখ সা'দী নানা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া মোট আঠারো ভাষায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

আরব, শ্যাম ও ইরাকে অনেক দিন ছিলেন বলিয়া ঐ সব দেশের ভাষা যেন তাঁহার মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছিল। ফিলিস্তিন, মিসর, হাবস, তুরান, কাশগড়, ইয়ামন ও হিন্দুস্থান সহ সমগ্র ইরান তিনি সফর করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া তিনি অন্যান্য যেসব দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার বিশদ বিবরণ অমর গ্রন্থ 'গুলিস্তাঁ' ও 'বুস্তাঁ'য় রহিয়াছে।

প্রাচ্যদেশীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে একমাত্র ইবনে বতুতা ছাড়া আর কেহই শেখ সা'দীর মত এত দেশ সফর করেন নাই।

হযরত শেখ সা'দী (রহঃ) মোট চৌদ্দবার পায়ে হাঁটিয়া হজ্জ করিয়াছেন। সফরকালে তাঁহাকে পারস্যোপসাগর, ওমান সাগর, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর প্রভৃতি পার হইতে হইয়াছে।

শেখ সা'দী এত সব দেশ ঘুরিয়াছেন। তোমরা হয়তো ভাবিতে পারো যে তিনি মস্ত বড়ো লোক হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক টাকা-পয়সা ছিল। আসলে তাহা নহে।

হৃদয়ের আবেগে অজানাকে জানিতে অচেনাকে চিনিতে বিশ্বময় তিনি এক কথায় বলিতে গেলে খালি হাতেই ভ্রমণ করিয়াছেন।

দ্বাদশ খৃস্ট শতকের মাঝামাঝি ফিলিস্তিনে খৃস্টান ও মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ তখন মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছিল।

সে সময়ে শেখ সা'দী একবার মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন। দামেশ্‌কবাসীদের প্রতি কোনো কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া ফিলিস্তিনের জঙ্গলে বাস করেন। লোকজনের সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দেন! সেখানে থাকাকালে একদিন তিনি খৃস্টান সৈনিকদের হাতে বন্দী হইলেন।

ঐ সময় খৃস্টানগণ তাঁহাদের পূর্ব—তারাবলীস শহরের নিরাপত্তার জন্য শহরের ভিতরে পরিখা খনন করিতেছিল। খৃস্টানগণ বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী হইতে যে সমস্ত ইহুদীদিগকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ পরিখা খননের কাজে মজদুর হিসাবে লাগাইয়াছিল। ইহাদের সাথে শেখ সা'দীকেও কাজে লাগানো হইল।

এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিন শেখ সা'দীর পরিচিত এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি সা'দীর এই অবস্থা দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

শেখ সা'দী (রহঃ) একটি সকরুণ কবিতার কয়েকটি ছন্দ পাঠ করিয়া বলিলেন, ইহা আল্লাহ্‌র কুদরত ছাড়া আর কি হইতে পারে? যে লোক আত্মীয় স্বজনদের ছাড়িয়া হাজার যোজন দূরে চলিয়া আসিয়াছে, সে আজ শত্রুর হাতে বন্দী।

শেখ সা'দীর (রহঃ)এ হেন দুর্ভোগ দেখিয়া হলব প্রধানের হৃদয়ে অতিশয় আঘাত লাগিল। তিনি খৃস্টান নেতাকে দশটি দিনার দিয়া শেখকে খৃস্টানদের বন্দীখানা হইতে মুক্ত করিয়া হলবে নিয়া আসিলেন।

তাঁহার গৃহে বিবাহযোগ্যা একটি কন্যা ছিল। একশত দিনার দেনমোহর ধার্য করিয়া তিনি সে মেয়েকে শেখের নিকট বিবাহ দেন।

ইহার পর শেখ সা'দী কিছুদিন হলবে অবস্থান করেন। তাঁহার স্ত্রীর স্বভাব–প্রকৃতি খুবই রুক্ষ ছিল। একদিন কথা কাটাকাটিতে বলিয়া ফেলিল, তুমি কি সেই পুরুষ নও, যাহাকে আমার পিতা দশ দিনারের বদলে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন?

ইহার উত্তরে শেখ সা'দী (রহঃ) বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ, আমি সেই লোক। তারপর তোমার কাছে আবার একশত দিনার মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন।

"নফ্‌হাতুল এন্‌স' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, শেখ সা'দী (রহঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস ও শ্যামদেশের বিভিন্ন শহরে অনেকদিন পর্যন্ত পানি সরবরাহকারীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবাসী জীবনে অনেক সময় তাঁহাকে অন্নবস্ত্রের জন্য ঐ সব কাজ করিতে হইত।

'গুলিস্তাঁ'র এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—আমি কখনো 'কালের কঠিন অত্যাচার' কিংবা 'আকাশের নির্মমতার' অভিযোগ করি নাই।

কিন্তু একবার আমি সম্পূর্ণ ধৈর্যহারা হইয়া পড়িলাম। দারিদ্র্যের কঠিন কশাঘাতের ভিতর আমার দিন কাটিতেছিল।

আমার পায়ে জুতা ছিল না। তাহা কিনিবার পয়সাও আমার কাছে ছিল না।

এমনি অবস্থায় বেদনার্ত মনে কুফার জামে মসজিদে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, একটি লোকের একটি পা নাই। তাহাকে দেখিয়া আমার মনের দুঃখ দূর হইল। আমি মহান করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট লাখো শোকর জানাইয়া আমার খালি পায়ে থাকাটাকেও অশেষ সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিলাম।

হযরত শেখ সা'দী (র) তাঁহার প্রবাস জীবনে যে সমস্ত বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সোমনাথের ঘটনাটিই সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বলিয়া 'বুস্তাঁ' গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ঘটনাটি এইভাবে লেখা আছে ঃ আমি সোমনাথে আসিয়া যখন দেখিতে পাইলাম, হাজার হাজার লোক মূর্তির নিকট আপন আপন মনোবাসনা পূরণের জন্য পূজা দিতেছে, তখন আমি অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হইলাম। হাজার হাজার জীবিত লোক—এক প্রাণহীন মূর্তির নিকট মনষ্কামনা পূরণের প্রার্থনা জানাইতেছে!

এক ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া আমি ইহার রহস্য জানিতে চাহিলাম। উক্ত ব্রাহ্মণের সামনে আমি মূর্তিটির প্রতি কিছু কটু কথাও বলিলাম।

আমার এ সব কথা মন্দিরের পুরোহিতদের ডাকিয়া ব্রাহ্মণটি জানাইবা মাত্র তাহারা আমাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল।

আমি বিপদ দেখিয়া বলিলাম যে, তোমাদের দেব-দেবীর অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে আমি এখানে নূতন আসিয়াছি। তাই ইহার তত্ত্ব রহস্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না। উহা জানিতে পারিলে নিশ্চিন্তভাবে পূজার্চনায় মনোযোগ দিতে পারিতাম।

পূজারীরা খুশী হইয়া শেখ সা'দীকে মন্দিরে লইয়া গেল। বলিল, আজ রাত্রে তুমি মন্দিরে থাকো। দেবতার শক্তি-মহিমা দেখিতে পাইবে।

সারা রাত্রি না ঘুমাইয়া মন্দিরে কাটাইয়া দিলাম। ভোর হয় হয় এমন সময় অগণিত নারী পুরুষ মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িল। অমনি মূর্তিটির হাত দুইটি উপরে উঠিয়া যেন পূজারীদের আশীর্বাদ করিল। সমবেত ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল। তারপর সবাই ভাবে গদ্ গদ্ হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণটি আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এখন তোমার মনের সন্দেহ দূর হইয়াছে তো।'

আমি তখন প্রকাশ্যভাবে কৃত্রিম কান্না-কান্না স্বরে নিজের ভুল ও অজ্ঞতার জন্য দুঃখিত হইলাম।

আমার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ খুশি হইয়া যাইবার আগে আমাকে মূর্তির নিকট লইয়া গেল। আমি সে মূর্তির হাত চুম্বন করিয়া সম্মান দেখাইলাম।

ইহার পর হইতে আমি যেন সত্য সত্যই তাদের চোখে ব্রাহ্মণ হইয়া গেলাম। মন্দিরে যাতায়াত করিতে লাগিলাম।

একদিন রাত্রে সবাই মন্দির হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। আমি মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মূর্তির নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। খুব সাবধানী দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম।

হঠাৎ একটি টাঙ্গানো পরদা আমার চোখে পড়িল। সে পরদার আড়ালে কে একজন রশি ধরিয়া বসিয়া আছে।

সে পাণ্ডা যখন রশি ধরিয়া টান দেয় তখনি মূর্তির হাত দুইটি উপরে উঠিয়া যায়। আর সাধারণ লোক দেবতার আশীর্বাদ দেখিয়া নাচিতে থাকে।

সেই লোকটি আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে বুঝিল যে, আমি সব গুমর জানিয়া গিয়াছি। সব রহস্য এবার ফাঁস হইয়া পড়িবে। তখন সে বাহিরে পালাইল। আমি ভাবিলাম যে, যদি সে পুরোহিতদের কাছে গিয়া বলার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তাহারা নির্ঘাত আমাকে হত্যা করিবে। অতএব তাহাকে দৌড়াইয়া ধরিয়া আমি কাল বিলম্ব না করিয়া একটি কূপে ফেলিয়া দিলাম।

অতঃপর সেখানে এক মুহূর্ত থাকা নিরাপদ নহে মনে করিয়া আমি সোমনাথ ছাড়িলাম। ভারতের পথে এমন করিয়া কিছুদিন সেখানকার বিভিন্ন শহরে কাটাইবার পর ইয়ামেনের সুদীর্ঘ পথ পার হইয়া হিজাযে গিয়া পৌঁছিলাম।

অন্যদিকে তিনি বহু আলেমকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেন। দেশের প্রধান সুধীবৃন্দ, আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁহার চোখের কাঁটা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত লোককে তিনি সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখিতেন। তাহার অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, সর্বসাধারণ উহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে।

আবূ বকর পিতার আমলের সুযোগ্য ও সম্মানিত মন্ত্রী আমীদ উদ্দীন আসওয়াদের মন্ত্রীত্ব হইতে পদচ্যুতির পর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত করিয়াছিলেন। আমীদ উদ্দীন একজন উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিকও ছিলেন। আবূ বকর তাঁহার পুত্র তাজুদ্দীনসহ দুর্গের মধ্যে বন্দী থাকার নির্দেশ দেন।

এই দুর্গেই আমীদ উদ্দীন বন্দী অবস্থায় মারা যান।

এই সকল কারণে দেশের ভিতরে যে সমস্ত অবশিষ্ট আলেমরা ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন প্রতিভা ও গুণাবলী লুকাইয়া রাখিলেন। ইহাদের অনেকে মূর্খ দরবেশের বেশ ধরিয়া কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া লইলেন।

শেখ সা'দীও দেশের এই দুর্দিনে নিজের গুণাবলী চাপা রাখিয়া অশিক্ষিতের ভান করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

তবে তিনি অপরিসীম সাহসের সাথে অপরের নানারকম গল্প ও কাহিনী বলার মাধ্যমে সুলতান-বাদশাহদের দোষ-গুণের কিছু কিছু কাহিনী বলিয়া গিয়াছেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

শেখ সা'দী সা'দ জাঙ্গীর শাসনামলে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বাগদাদে গমন করিয়াছিলেন।

সে সময় মাতৃভূমির দুরবস্থা দেখিয়া গিয়াছিলেন।

শেখ সা'দী যখন লেখাপড়া শেষ করিয়া শিরাজে ফিরিয়া আসেন তখন সা'দ জাঙ্গীর পুত্র কত্‌লগ খান আবূ বকর সুলতান। তিনি রাজ্য পরিচালনায় স্বীয় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া হারানো গৌরব ফিরাইয়া আনেন। শান্তি ও সমৃদ্ধিতে দেশ ভরপুর। বহুলোক আবার বিদেশ হইতে আসিয়া লেখাপড়ার চর্চা করিতে লাগিল। অনেক মাদ্রাসা ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

কত্‌লগ্ খান আবূ বকর বিভিন্ন গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার একটি বড় দোষ ছিল যে, আলিমদের সম্বন্ধে তাঁহার ভালো ধারণা ছিল না।

অশিক্ষিত ফকির দরবেশদের তিনি খুবই সমাদর করিতেন। তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য দান করিতেন।

শেখ সা'দীর পরলোকগমন

হযরত শেখ সা'দী (রহঃ) কতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন এক শত দুই বৎসর। কেহ এক শত বৎসর। আবার কেহ কেহ একশত বিশ বৎসরও বলিয়াছেন। একশত বিশ বৎসর সঠিক বলিয়া মনে হয়। কারণ শেখ সা'দী (র) তাঁহার 'বুস্তাঁ' কিতাবে লিখিয়াছেন যে, পূর্ণ যুবক বয়সে তিনি শিরাজ নগরী হইতে বিদেশে বাহির হইয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাগদাদ নগরীতে ইমাম ইবনে জাওযীর নিকটে ইল্‌ম শিক্ষা করেন।

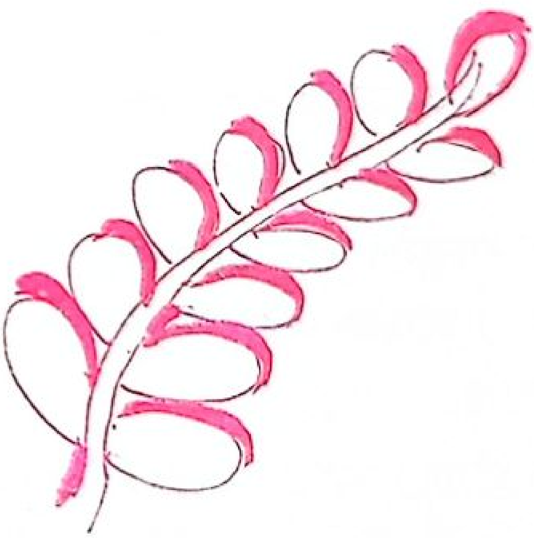
ইমাম জাওযী পাঁচ শত সাতানব্বই হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর চুরানব্বই বৎসর পর শেখ সা'দী (র) ইন্তিকাল করেন। ইহা সর্বজন সমর্থিত।

স্যার গোর ওয়েল্‌সলী উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিন নামক পর্যটক ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে শিরাজ নগরীতে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, শেখ সা'দী (র)-র মাযার শরীফ শিরাজ নগরীর দিলকুশা মহলের প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।

কবরের গায়ে শেখ ও তাঁহার রচনাবলীর পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে খোদিত রহিয়াছে।

বর্তমানে কবর ও তাঁহার উপরের অট্টালিকার অবস্থা খুবই শোচনীয়। মাঝে মাঝে ইট খসিয়া পড়িতেছে। কালের পরিবর্তনে ইরানের তথা বিশ্বের সর্বজন প্রিয় মহাকবি শেখ সা'দীর কবর সংস্কার ও যত্নের অভাবে ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যদি কোনো মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইহার দিকে লক্ষ্য না করেন, তাহা হইলে একদিন কোনো চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। . . .



মাওলানা আবদুর রহমান জামী বলিয়াছেন : রুমীর মস্‌নবী, আনোয়ারীর কাসিদা এবং সা'দীর গজল সমপর্যায়ের।

এমনকি জামী তাঁহার 'নফহাতুল উন্‌স' গ্রন্থে শেখ সা'দীকে বিখ্যাত লেখক আমীর খসরুর উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন।

তিনি আরো বলিয়াছেন : আমীর খসরু একবার হযরত খিজিরের নিকট যাইয়া কবিতা লেখার শক্তি চাহিয়াছিলেন।

তখন খিজির বলিয়াছিলেন : তাহা সা'দীকে দেওয়া হইয়াছে।

দিল্লীর আমীর খসরু নিজেও আপন 'সেপাহর মস্‌নবী' গ্রন্থে সা'দীকে গজলের ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

শেখ সা'দীর প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে আরো একটি গল্প আছে।

শিরাজের এক ব্যক্তি সা'দীর কবিতা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করিতেন।

এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, আকাশের দরজাগুলি খুলিয়া গিয়াছে। একটি ফেরেশতা একটি নূরের বরতন লইয়া মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? ফেরেশতা উত্তর দিলেন : সা'দীর একটি কবিতা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হইয়াছে, সে প্রসঙ্গে ইহা বেহেশতী উপহার।

সে কবিতাটি ছিল এইরূপ :

জ্ঞানীদের চোখে গাছের ঐ সবুজ পাতা খোদা-তত্ত্বের এক একখানি গ্রন্থ।

ঐ ব্যক্তির যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তখনই সে রাত্রে তিনি সা'দীর গজলের খোশ্‌-খবর দিতে গেলেন। আশ্চর্য! দেখিতে পাইলেন, উজ্জ্বল বাতি জ্বালিয়া সা'দী ধীর কণ্ঠে ঐ কবিতাটিই আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন।

শেখ সা'দীর রচনাবলী

শেখ সা'দীর অপরূপ প্রকাশভঙ্গী, গদ্য ও পদ্য রচনায় ছন্দোময় গতি ও বিশেষ অলংকারযুক্ত ভাষার জাদু পাঠক মনকে যুগে যুগে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে।

সত্যই এ যুগে ভাবিলে আশ্চর্য লাগে যে, শেখ সা'দী সেই প্রাচীন যুগে এমন সব কাব্যগ্রন্থ কি করিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এ প্রতিভা তো মহাকালজয়ী। মানুষের কল্যাণে উৎসর্গিত। তাই ইহার গুণে সা'দী ইরান, তুর্কিস্তান, তাতার এবং হিন্দুস্তানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। একবার শেখ সা'দী কাশগড়ে বেড়াইতে যান। শিরাজ নগরী হইতে কাশগড়ের দূরত্ব ষোলো শ' মাইল।

সা'দী সেখানে যাইয়া বুঝিতে পারেন যে, সবাই কবি হিসাবে তাঁহাকে চেনেন।

কয়েকজন ইংরেজ লেখক শেখ সা'দীকে 'প্রাচ্যের শেক্‌সপীয়র' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

সা'দীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে কুল্লিয়াত, গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ, সাহাবিয়া, করিমা, কাসায়েদে ফারসী, কাসায়েদে আরবীয়া ও গয্‌লিয়াত ইত্যাদি বিখ্যাত।

কুল্লিয়াতে শেখ সা'দীর আরবী ফারসী গদ্য ও পদ্য লেখা কয়েকটি গ্রন্থ সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

'গুলিস্তাঁ'র চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারে, ফারসী গদ্য-সাহিত্যে এমন আর কোনো গ্রন্থ নাই। পদ্য সাহিত্যে অবশ্য 'শাহনামা' প্রভৃতি রহিয়াছে।

সর্বশেষে বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপে শেকসপীয়রের গ্রন্থাবলী যেমন জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে শীর্ষে রহিয়াছে, তেমনি এশিয়াতেও হযরত শেখ সা'দী (র)-র 'গুলিস্তাঁ' ও 'বুস্তা' জনপ্রিয়তায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে।

সাহাবী কবি কাব (রাঃ) ও তার কাব্য-গ্রন্থ

হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)

ইফাবা—৯৪-৯৫ প্র/৩৫২৩ (উ)—৩,২৫০

হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ), [illegible] হযরত আলী

[illegible], সূফী [illegible] নূরী (রহঃ)

গুলিস্তার কবি, ছোটদের ইবনে বতুতা

ছোটদের বন্ধু কবি মহিউদ্দিন, ছোটদের [illegible]

মনীষীদের জীবন থেকে, [illegible]

[illegible]

